For example please download pdf file

Exposer:

ছবির দুধরনের সমস্যার সাথে আমরা পরিচিত। আলো কম হওয়া অথবা আলো বেশি হওয়া। অন্ধকার ছবি এবং জ্বলে যাওয়া ছবি এই দুটি শব্দ প্রচলিত এই দুটি বিষয় বুঝাতে, ফটোগ্রাফির ভাষায় Underexposed এবং Overexposed.

আলো কম থাকলে ছবি অন্ধকার দেখাবে এবং আলো বেশি থাকলে জ্বলে যাবে এই ধারনাই স্বাভাবিক। বর্তমান ফটোগ্রাফিতে এই ধারনা অচল। একেবারে কম আলোতেও সঠিক সবি উঠানো যায় কিংবা খুব বেশি আলোতেও আলো কমানোর ব্যবস্থা রয়েছে। ফ্লাশ ব্যবহারের উদাহরনই দেখুন, একেবারে অন্ধকারে ফ্লাশ ব্যবহার করে উজ্বল ছবি পেতে পারেন, যদি কিছুটা আলো থাকে সেটা ফ্লাশের আলোর সাথে যোগ হবে। আবার যত কাছথেকে ফ্লাশ ব্যবহার করবেন আলোর পরিমান তত বেশি হবে, দুরে গেলে ফ্লাশের প্রভাব কমে যাবে। অনেকেই লক্ষ্য করেন না দুরত্ব অনুযায়ী কিংবা প্রয়োজন অনুযায়ী ফ্লাশের আলো কমবেশি করার ব্যবস্থা রয়েছে।

বর্তমান সব ক্যামেরাতেই ছবি উঠানোর সাথেসাথে সেটা দেখে নেয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। দেখে নিয়ে প্রয়োজনে ফ্লাশের আলো কমানো বা বাড়ানোর ব্যবস্থা করে নিন।

ফ্লাশ ছাড়া ছবি উঠানোর জন্য আলো নিয়ন্ত্রন করার জন্য ব্যবহার করবেন এপারচার কন্ট্রোল এবং সাটার স্পিড। এপারচারের মান সংখ্যায় যত বাড়াবেন আলো তত কমবে। যেমন ৫.৬ সেটিং যে পরিমান আলো ব্যবহার করবে ১৬ ব্যবহার করবে তার তুলনায় অনেক কম। আলো বেশি থাকলে এপারচারের মান বাড়িয়ে দিন।

সাটার স্পিড হচ্ছে কতক্ষন সময় এক্সপোজার ব্যবহার করা হবে সেই সময় বলে দেয়া। ১/৬০ সাটার স্পিড অর্থ সেকেন্ডের ৬০ ভাগের ১ ভাগ সময় আলো ব্যবহার করা হবে, ১/৩০ ব্যবহার করবে তার দ্বিগুন সময়। কাজেই যেখানে বেশি আলো প্রয়োজন সেখানে সাটার স্পিড কমিয়ে দিন। আলো বেশি থাকলে সাটার স্পিড বাড়িয়ে সেটা কমানোর

ব্যবস্থা করুন। আবার মনে করিয়ে দিতে হচ্ছে, ছবি উঠানোর সাথেসাথেই সেটা দেখে নিন এবং সেই অনুযায়ী পরিবর্তন করুন।

আরেকটি বিষয় হচ্ছে আইএসও। এর মান যত বেশি থাকবে ক্যামেরার সেন্সর তত দ্রুত আলো গ্রহন করবে। আরো কমানোর জন্য আইএসও মান কম ব্যবহার করুন, কম আলোতে আইএসও বেশি ব্যবহার করুন।

বর্তমানের অনেক ক্যামেরাতেই এক্সপোজার কমপেনশেসন বলে আরেকটি ফাংশন রয়েছে। যদি আপনার ক্যামেরায় থাকে তাহলে সেটা ব্যবহার করে এর বাইরেও এক্সপোজার কন্ট্রোল করে আরো ভালো ফল পেতে পারেন।

এখানেও(+) বলতে এক্সপোজার বাড়ানো এবং (–) বলতে এক্সপোজার কমানো বুঝায়।

সঠিক এক্সপোজার মানেই ভাল ছবি। কাজেই কম বা বেশি আলোতে ছবি উঠানোর সময় এদিকে গুরুত্ব দিন।

White Balance:

ছবি উঠানোর সময় এপারচার, সাটার স্পিড, আইএসও ইত্যাদি বিষয় এতটাই গুরুত্বপুর্ন যে হোয়াইট ব্যালান্স বিষয়টি অনেকসময়ই গুরুত্ব পায় না। ফল হিসেবে ছবিতে পাওয়া যায় কখনো নিলচে, লালচে বা সবজেটে ভাব। হোয়াইট ব্যালান্স ঠিক করে এই সমস্যা দুর করা যায় সহজেই।

একচু জেনে নেয়া যাক হোয়াইট ব্যালান্স বিষয়টি কি ?

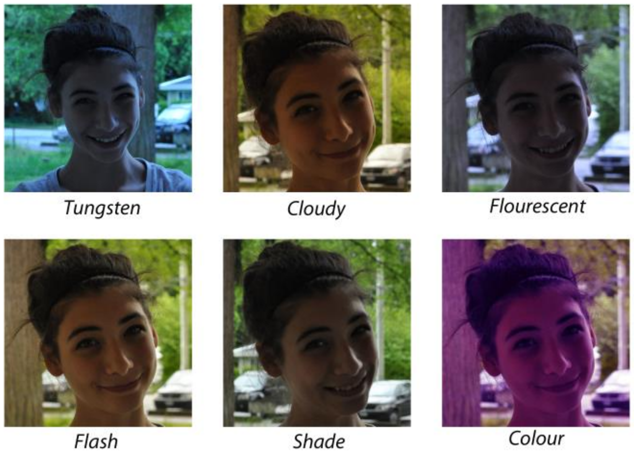

ছবিতে সবচেয়ে আলোকিত এবং সবচেয়ে অন্ধকার দুটি বিন্দুর কথা চিন্তা করুন। সবচেয়ে আলোকিত অংশের রং হওয়ার কথা একেবারে সাদা, সবচেয়ে অন্ধকার অংশ হওয়ার কথা একেবারে কালো। সাদাকে পুরোপুরি সাদা দেখানোর ব্যবস্থাকে বলে হোয়াইট ব্যালান্স।

এর পেছনে রয়েছে কিছুটা আলো তত্ত্ব। প্রতিটি রঙের রয়েছে সাদার তুলনায় নিজস্ব বৈশিষ্ট। একে পরিমাপ করা হয় কেলভিন তাপমাত্রার স্কেলে এবং নাম কালার টেম্পারেচার। আলট্রাভায়োলেট শর্ট ওয়েব লেন্থের কালার টেম্পারেচার বেশি, যেমন সাদা হচ্ছে ৫৬০০ ডিগ্রী কেরভিন, অন্যদিকে ইনফ্রারেড লং ওয়েভের টেম্পারেচার কম, ২০০০ ডিগ্রী কেলভিন। বেগুলি থেকে লালের দিকে মাঝের রংগুলি ক্রমান্বয়ে নীল, সবুজ, হলুদ, কমলা ইত্যাদি। বৈজ্ঞানিভাবে কালার টেম্পারেচার হচ্ছে কার্বনকে উত্তপ্ত করলে বিভিন্ন কেলভিন টেম্পারেচারে রঙের যে পরিবর্তন হয় সেটা। যেমন ২০০০ ডিগ্রী তাপমাত্রায় কার্বনের রং লাল। ৫৬০০ ডিগ্রীতে একেবারে সাদা।

সুর্যের উদাহরন বিবেচনায় আনতে পারেন। দুপুরে যখন কালার টেম্পারেচার সবচেয়ে বেশি তখন আমরা সাদা আলো পাই, অন্যদিকে সুর্যোদয় কিংবা সুর্যাস্তের সময় কৌনিক অবস্থানের কারনে কালার টেম্পারেচার কমে যায়, আমরা পাই লালচে এবং হলদেটে সোনালী আলো।

আমরা চোখে দেখার সময় খুব সহজে চোখ তারসাথে মানিয়ে নিতে পারে। কিন্তু ক্যামেরা নিজে থেকে সেটা করে না। ফল হিসেবে সুর্যাস্তের ছবি উঠানোর সময় যদি দুপুরের কালার টেম্পারেচারের হোয়াইট ব্যালান্স সেটিং ব্যবহার করা হয় সেখানে লালচে-হলুদ রং থাকবে না। আপনিও সঠিক রং পাবেন না। হোয়াই ব্যালান্স সেটিং এর দিকে দৃষ্টি দিয়ে আপনি পেতে পারেন নিখুত রঙের ছবি।

অধিকাংশ ক্যামেরায় হোয়াইট ব্যালান্স সেটিং এর জন্য কয়েকটি অপশন থাকে। এদের একটি অবশ্যই অটো যেখানে ক্যামেরা নিজেই আলো বিশ্লেষন করে ঠিক করে নেয় কোন ধরনের হোয়াইট ব্যালান্স ব্যবহার করবে। পেশাদার ফটোগ্রাফাররা এটা ব্যবহার করেন সবচেয়ে কম।

এছাড়া থাকে সরাসরি সুর্যের আলো, মেঘলা দিন, ছায়া, মোমের আলো, ফ্লুরোসেন্ট টিউবের আলো, সাধারন আলো, ফ্লাশ ইত্যাদি নাম। যখন যে আলোয় ছবি উঠাতে চান তখন সেটা সিলেক্ট করে নিতে পারেন।

অভিজ্ঞ ফটোগ্রাফাররা এতে সন্তুষ্ট নন (সেকারনেই তাদের ছবি ভাল হয়)। তাদের জন্য কিছু ক্যামেরায় রয়েছে ডিগ্রী কেলভিন মান দেখে হোয়াইট ব্যালান্স ঠিক করা। এজন্য আপনাকে জানতে হবে কোন আলোর কালার টেম্পারেচার মান কত। কাজটি কঠিন।

অনেক ক্যামেরায় যেখানে ছবি উঠাচ্ছেন সেখানকার কালার টেম্পারেচার যাচাই করার ব্যবস্থা থাকে। একমাত্র এভাবেই একেবারে সঠিক কালার টেম্পারেচার ব্যবহার করা সম্ভব।

যেমন নাইকন ডি৯০ ক্যামেরাকে উদাহরন হিসেবে দেখুন,

- ✓ মেনু থেকে Preset Manual সিলেক্ট করুন
- ✓ যেখানে ছবি উঠাবেন সেই পরিস্থিতিতে একটি সাদা কাগজ (অথবা একেবারে সাদা অন্যকিছু) রাখুন
- ✓ Aparture Priority মোডে যান
- ✓ হোয়াইট ব্যালান্স বাটন চেপে ধরে কমান্ড ডায়াল ঘুরাতে থাকুন যতক্ষন না প্রিসেট দেখা যায়।
- ✓ হোয়াইট ব্যালান্স বাটন ছেড়ে দিন, এরপর আবারও চেয়ে ২ সেকেন্ড ধরে রাখুন। ডিসপ্লেতে প্রিসেট আইকণ ব্লিংক করতে থাকবে।
- ✓ পুরো স্ক্রিনে সাদা কাগজটি ফোকাস করুন।
- ✓ সাটার রিলিজ বাটন চাপ দিন।

কোন ছবি উঠবে না কিন্তু ক্যামেরা সেই পরিস্থিতির হোয়াইট ব্যালান্স এর জন্য মান রেকর্ড করবে। সঠিক মান রেকর্ড হলে ডিসপ্লেতে Good লেখা পাবেন।
পরিবেশ কিংবা আলোর পরিবর্তনের সাথেসাথে এই মানও পরিবর্তিত হতে পারে। কাজেই যায়গা বা সময় পরিবর্তনের পর আপনাকে পুনরায় এই সেটিং ঠিক করে নিতে হতে পারে। বড়জোর কয়েক সেকেন্ড সময় লাগবে এটা করতে। আপনার ক্যামেরায় যদি এই ব্যবস্থা থাকে তাহলে সেটা ব্যবহার করুন।

*** অন্য ক্যামেরার জন্য পদ্ধতিতে কিছুটা ভিন্নতা থাকতে পারে। সেটা জানার জন্য আপনার ক্যামেরার ম্যানুয়েল দেখুন।

Flash:

মনে হতে পারে এটা অদ্ভুত প্রশ্ন। আলো থাকলে সেখানে ফ্লাশ প্রয়োজন নেই। আলো কম থাকলে ফ্লাশ ব্যবহার করতে হবে। ঘরের মধ্যে ছবি উঠানোর সময় ফ্লাশ ব্যবহার করতে হবে। ফটোগ্রাফি আলো পছন্দ করে। যত বেশি আলো তত ভাল ছবি।

মানুষ ফ্লাশ থেকে যতটা ভাল ফল আশা করে ফ্লাশ ব্যবহারের কারনে অনেক সময়ই ফল হয় ঠিক বিপরীত। কখনো একেবারে সাদা, কখনো কোন কোন যায়গা ঝলসে যাওয়া, কখনো গাঢ় ছায়া। খালিচোখে যা দেখে ছবি উঠিয়েছেন তার ধারেকাছেও না।
আপনি কাছ থেকে ছবি উঠাবেন, ছবি ঝলসে যাবে। ফ্লাশের আলো কজ করবে ১০ ফুট পর্যন্ত। ফল হিসেবে কাছের সবকিছু উজ্বল আর তার পেছনেই হঠাত করে অন্ধকার। আবার ছোট ক্যামেরার ফ্লাশ থেকে তৈরী হয় ভৌতিক সিনেমার মত লাল চোখ (রেড আই)। বিষয়কে আরো জটিল করে তুলেছে অনেক আধুনিক ক্যামেরা। ক্যামেরা নিজেই ধরে নেয় ফ্লাশ প্রয়োজন, সেটা নিজে থেকেই অন হয় এবং নিজে থেকেই জ্বলে। কোন কোন ক্যামেরায় ইচ্ছে করেও বন্ধ রাখা যায় না।
ফ্লাশের অনেক দুর্নাম করা হল। ফ্লাশ অবশ্যই প্রয়োজন হয়। কোনসময় ফ্লাশ ব্যবহার করবেন না সেটা আগে জেনে নিন;

- ✓ ১০ ফুটের বেশি দুরত্বের ছবি উঠানোর সময় ফ্লাশ ব্যবহার করবেন না। এতে মানুষ বিরক্ত হবে, ব্যাটারীর শক্তি খরচ হবে, ছবিতে ফ্লাশের প্রভাব পাওয়া যাবে না। আপনি খেলার সময় ষ্টেডিয়ামে কিং কনসার্টের সময় হয়ত বহু ফ্লাশ জ্বলতে দেখেছেন। এরসাথে ছবি উঠানোর কোন সম্পর্ক নেই। শুধুমাত্র ফ্লাশ জ্বালানোর জন্যই জ্বালানো হয়। অনেকেই হয়থ জানে ফ্লাশ জ্বালালে কোন লাভ নেই কিন্তু কিভাবে ফ্লাশ বন্ধ রাখতে হয় জানে না।
- ✓ মনে হতে পারে ঘরের মধ্যে ছবি উঠানোর জন্য ফ্লাশ জরুরী। বেশি আলো পাবার জন্য বেশি এপারচার, কম সাটারস্পিড, বেশি আইএসও ব্যবহার করলে গতিশীল বিষয়ের ঝাপসা ছবি পেতে পারেন। তারপরও, সেটা বাস্তবসম্মত। ফ্লাশ ব্যবহার করলে চলন্ত পাখাকে মনে হবে থেমে আছে। তাকে নিশ্চয়ই ভাল ছবি বলে না।

ফ্লাশ কখন ব্যবহার করবেন

- ✓ শুনে হয়ত বিষ্মিত হতে পারেন, ফ্লাশ ব্যবহার করবেন উজ্জল রৌদ্রের মধ্যে ছবি উঠানোর সময়। কারন, রৌদ্রে দাড়ানো মানুষের ছবি উঠানোর সময় যে যায়গাগুলিতে ছায়ার কারনে অন্ধকার দেখায় সেই যায়গাগুলি আলোকিত করবে ফ্লাশ।
- ✓ যেখানে অসম আলো রয়েছে সেখানে ফ্লাশ ব্যবহার করে ভাল ফল পাবেন।
- ✓ কখনো কখনো অবশ্যই আপনি অল্প আলোর মধ্যেই বেশি সাটারস্পিড ব্যবহার করতে চান। সেখানে ফ্লাশ ব্যবহার করুন।

ফ্লাশ সম্পর্কে এই বক্তব্য অবশ্য বিল্ট-ইন ফ্লাশের জন্য কার্যকর। এসএলআর ক্যামেরার জন্য পৃথক ফ্লাশগুলিতে বহু ধরনের কন্ট্রোল রয়েছে। রিমোট ফ্লাশ ব্যবহারের সময় তিনদিকে ৩টি ফ্লাশ রেখে ছবি উঠাতে পারেন। ছবি উঠানোর সময় ৩টি ফ্লাশ সময়মত জ্বলে উঠবে। কোন কোন ফ্লাশে রেড-আই বাদ দেয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। সেগুলোকে এই হিসেবে আনবেন না।

এমনকি অনেক বিল্টইন ফ্লাশেও আলো কমবেশি করার ব্যবস্থা রয়েছে। ৩ ফুট দুরত্বে যে সেটিং ব্যবহার করবেন ৮ ফুট দুরত্বের জন্য ভিন্ন সেটিং ব্যবহার করবেন। ফিল ফ্লাশ, স্লো সিংক ইত্যাদি সেটিং রয়েছে।

ফ্লাশ কিভাবে বন্ধ রাখা যায়, কিংবা আলো কমবেশি করা যায় বিষয়টি নির্দিষ্ট ক্যামেরার ওপর নির্ভরশীল। জানার জন্য ক্যামেরার ম্যানুয়েল দেখে নিন।

শেষকথা হচ্ছে, আরো কম কাজেই ফ্লাশ ব্যবহার করতে হবে এটা ধরে নেবেন না। বরং অধিকাংশ ছবি ফ্লাশ ছাড়াই উঠাতে চেষ্টা করুন। আর ফ্লাশ যখন ব্যবহার করবেনই তখন তাকে শুধুমাত্র আলো জ্বলার যন্ত্র ধরে নেবেন না।আরো যে বিষয়গুলি আছে সেগুলি জেনে নিন।

Framing:

যারা ছবি উঠান তাদের স্বাভাবিক একটি প্রশ্ন, কিসের ছবি উঠাব? অনেকেই ছবি উঠানোর জন্য বনে-পাহাড়ে যান একথা ঠিক। সেখানে তারা যে দৃশ্য উঠানোর সুযোগ পান তা অন্যভাবে পাওয়ার সুযোগ নেই। কিন্তু আপনার চারিদিকে যাকিছু রয়েছে সেখান থেকেই পেতে পারেন দৃষ্টিনন্দন ছবি।

উদাহরনের এই ছবিটি দেখুন। এই ছবি উঠানোর জন্য নিশ্চয়ই আপনার গ্রামে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। ছবিটি শহরের আশে-পাশে ই তুলতে পারবেন।

এই ছবিটি তুলেছি কাপ্তাই এ। কিন্তু ছবিটি framing করেছি একটু ভিন্ন ভাবে।

কিংবা কাছ থেকে ওঠানো পানির বিন্দু।

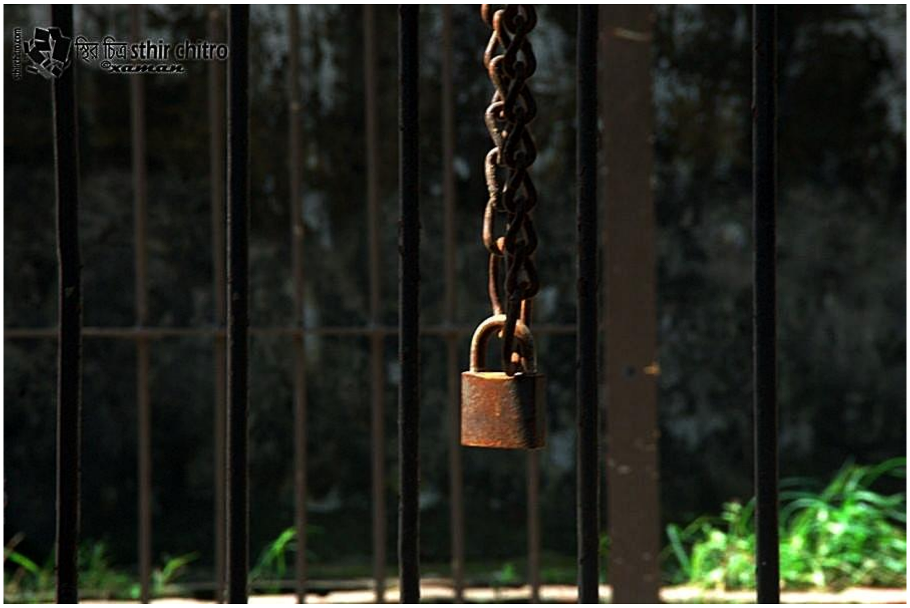

কিংবা সাধারন কোন তালা। ভাল ছবির জন্য আপনার দৃষ্টিভঙ্গিই যথেষ্ঠ। ক্যামেরার দৃষ্টিতে দেখা অভ্যেস করুন, সাধারন বিষয়কেও অসাধারনভাবে ছবিতে ধরে রাখা সম্ভব হবে।